পাবিপ্রবিতে সিনিয়রদের বিরুদ্ধে র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ

পাবনা প্রতিনিধি

১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ২১:৩৩

শেয়ার

অ +

অ -

ফাইল ছবি

পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (পাবিপ্রবি) সিনিয়রদের বিরুদ্ধে র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ উঠেছে। র‍্যাগিংয়ের শিকার শিক্ষার্থীর নাম শিমু রাণী তালুকদার। তিনি পাবিপ্রবি ইতিহাস বিভাগের ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী। রিএডমিশন নিয়ে বর্তমানে ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষের সাথে ক্লাস করছেন বলে জানা গেছে।

শনিবার (১৬ সেপ্টেম্বর) রাতে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে ক্যালিকো কটন মিলের পাশে একটি মেসে এই ঘটনা ঘটেছে বলে জানা যায়। র‍্যাগিংয়ের শিকার হওয়ার পর ওই ছাত্রীকে পাবনা সদর হাসপাতালে ভর্তি করানো

হয়। আজ রবিবার দুপুর পর্যন্ত হাসপাতালে ভর্তি থাকার পর ওই ছাত্রীকে তার বন্ধুরা মেসে নিয়ে যান।

ওই শিক্ষার্থীর কয়েকজন বন্ধু জানান, শনিবার রাত ৮টার সময় পরিসংখ্যান বিভাগের রুকাইয়া, সাদিয়া পারভিন সোমা, তাসলিমা, গুলনাহার, সুমাইয়া, সাকিলা, সুমাইয়া, লোকপ্রশাসন বিভাগের সায়েদা সুলতানা শাওন, ইংরেজি বিভাগের ইসরাত জাহান ইমুসহ মেসের কয়েকজন ইমিডিয়েট সিনিয়র আপু তাকে মেসের ছাদে ডেকে নিয়ে যান।

তখন ওই সিনিয়র আপুরা তাকে ম্যানার শেখানোর নামে মানসিকভাবে হেনস্তা করেন। এভাবে রাত ১১টা পর্যন্ত এভাবে চলার পর শিমু অসুস্থ হয়ে যায়। এরপর ওই সিনিয়র আপুরা অ্যাম্বুলেন্স ডেকে তাকে পাবনা সদর হাসপাতালে ভর্তি করান।

ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী শিমু রাণী তালুকদার বলেন, ‘আমি অনেকদিন থেকে অসুস্থ।

কিন্তু বেশ কয়েক দিন ধরে সিনিয়র আপুরা বিভিন্নভাবে আমার দোষ ধরে যাচ্ছেন। আমার ব্যবহার ভালো না, সালাম দেই না, সম্মান করি না- এরকম নানা বিষয়ে দোষ ধরছেন। গতকাল রাতে উনারা আমাকে মেসের ছাদে ডেকে নিয়ে যান। সেখানে আমাকে ম্যানার শেখানোর নামে বকাঝকা করতে থাকেন। এরপর আমার শরীর খারাপ লাগলে আমি ওয়াশরুমে যাই কিন্তু উনারা আমাকে ওয়াশরুমে থেকে আবার ছাদে নিয়ে যান।

তখন আমি আরো বেশি অসুস্থ হয়ে পড়ি। পরে উনারা আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যান।’

তিনি আরো বলেন, ‘আমি ১৪তম ব্যাচের শিক্ষার্থী। রি-অ্যাডমিশন নিয়ে ক্লাস করছি। সেক্ষেত্রে যারা আমাকে র‍্যাগ দিয়েছেন তারা আমাকে ম্যানার শেখানোর নামে কোনো দুর্ব্যবহার করতে পারেন না। এ বিষয়টি জানার পরও তারা আমার সাথে কয়েকদিন ধরে দুর্ব্যবহার করছেন।’

তবে শিমুকে হেনস্তার বিষয়টি অস্বীকার করেন সিনিয়ররা। পরিসংখ্যান বিভাগের ১৪তম ব্যাচের শিক্ষার্থী রুকাইয়া ইসলাম বলেন, ‘তাকে কোনোরকম মানসিকভাবে কোনো হেনস্তা করা হয়নি। আমরা শুধুমাত্র মেসের নিয়মকানুন জানানোর জন্য সব জুনিয়রকে ডেকেছিলাম। শিমুর অসুস্থতার ব্যাপারে আমরা জানতাম না।’

এই বিষয়ে ইতিহাস বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. হাবিবুল্লাহর সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, ‘আমি ওই শিক্ষার্থীর অসুস্থতার বিষয়ে জানতে পেরে সাথে সাথেই হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছি। কিন্তু র‍্যাগিংয়ের আমাকে ওই শিক্ষার্থীর পক্ষ থেকে কিছু জানায়নি।’

শিক্ষার্থী হাসপাতালে ভর্তির বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রক্টর ড. মো. কামাল হোসেন কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘আমি ঘটনাটি শুনেছি তবে কোনো অভিযোগ লিখিত বা মৌখিকভাবে পাইনি। ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী আমাদের কাছে অভিযোগ করলে এ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটির মাধ্যমে তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’